সংবাদ

তারিখ ‥ 20 MAY 2010 ‥
পৃষ্ঠা ‥ ৫ ‥ কলাম ‥ ১ ‥

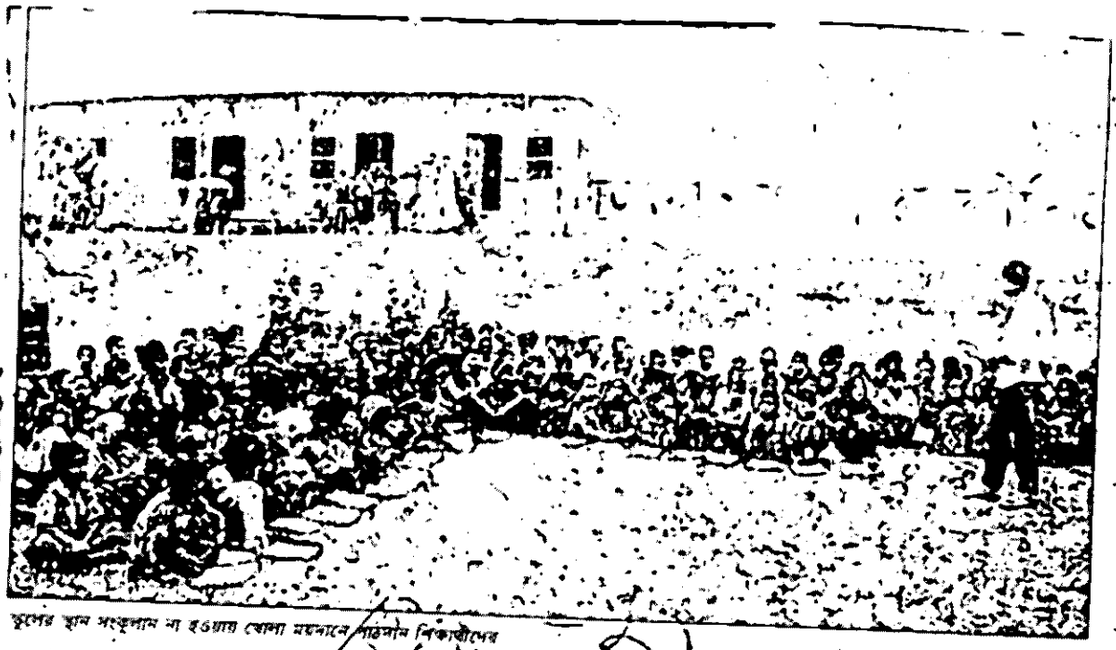

স্কুলের স্থান সংকুলান না হওয়ায় খোলা ময়দানে পাঠদান শিক্ষার্থীদের

-সংবাদ

পাবনায় চরের জীবন : এক

২২ চরের ৯টিতে কোন স্কুল নেই : শিক্ষাবঞ্চিত শিশুরা

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, পাবনা

পদ্মা, যমুনা, বড়াল, হুরাসাগর ও ইছামতি নদী বেষ্টিত বেড়া উপজেলার চরপেঁচাকোলা। এখানকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঘরটি দীর্ঘদিন ধরে নষ্ট তাই খোলা আকাশের নিচেই চলছে শিক্ষার্থীদের পাঠদান। তারপরেও সমাজ থেকে দূর হচ্ছে না অন্ধকার, জ্বলছে না জ্ঞানের আলো, কাটছে না সামাজিক অবক্ষয়।

উপজেলার অর্ধেকটাই রাক্ষুসী যমুনার কবলে এসে চলে গেছে। প্রায় ৭০ বছর ধরে নদীর অব্যাহত ভাঙনে নদী তীরবর্তী এলাকার হাজার হাজার পরিবার তাদের, আবাদি জমি ও বসতভিটা হারিয়ে ছিন্নমূল মানুষের কাতারে দাঁড়িয়েছেন, জীবনযাপন করছেন মানবেতর। অভাব আর দারিদ্র্যের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হয়ে অনেক পরিবার এলাকা ছেড়ে অন্যত্র গিয়ে আশ্রয় নিলেও নদী ভাঙনে সর্বস্ব হারা মানুষের একাংশ যমুনা নদীর বুক চিরে জেগে ওঠা চরে ঠাঁই নিয়েছেন।

বেড়া উপজেলা পরিসংখ্যান অফিসের তথ্যে দেখা যায়, উপজেলার হাটুরিয়া নাকালিয়া ইউনিয়নে চরের সংখ্যা ৮টি। আদমশুমারী অনুযায়ী এসব চরে জনসংখ্যা ৯ হাজার ৫ জন। রূপপুর ইউনিয়নে চরের সংখ্যা ৩টি। জনসংখ্যা ৮৬১ জন। পুরান ভারেঙ্গা ইউনিয়নে চরের সংখ্যা ৭টি। লোকসংখ্যা ৬ হাজার ৫৯ জন। নতুন ভারেঙ্গা ইউনিয়নে চরের সংখ্যা ৩টি। জনসংখ্যা ৪ হাজার ৬১০ জন। ৪টি ইউনিয়নে ২২টি চরে জনবসতি মোট ২০ হাজার ৫৫৫ জন। ২২টি চরের মধ্যে ১৩টি চরগ্রামে ৫টি সরকারি এবং ৮টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। অবশিষ্ট ৯টি চরগ্রামে কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নেই।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে যে সব চরগ্রামে বিদ্যালয় রয়েছে সেখানে শিক্ষক সংখ্যার পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা আশানুরূপ নয়। যে সব চরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নেই সে সব চরবাসী হতদরিদ্র অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা অর্থ উপার্জনে পাড়ি দিয়ে পার্শ্ববর্তী বিদ্যালয়ে যেতে চায় না। অন্য পাড়ি দিয়ে স্কুলে হাজির হলেও বিরূপ আবহাওয়ার কারণে ক্লাস হয় না। যেদিন শিক্ষকরা বিদ্যালয়ে আসেন সেদিন দেখা যায়, অল্পসংখ্যক শিশু বিদ্যালয়ে আসে। আবার যেদিন শিক্ষার্থীরা ঝড় বৃষ্টি মাথায় নিয়ে পড়তে আসে সেদিন শিক্ষকরা বৈরী আবহাওয়ার অজুহাতে বিদ্যালয়ে না আসার অভিযোগ রয়েছে, আর এভাবে চরাঞ্চলের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বর্ষাকালে লেখাপড়া হয় কদাচিৎ। অপরদিকে চরাঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে রয়েছে নানাবিধ সমস্যা। চেয়ার-টেবিলের অভাব তো রয়েছেই, রয়েছে শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত পরিবেশের অভাব। অভিজ্ঞ ও দক্ষ শিক্ষকরা চরাঞ্চলের অজপাড়াগাঁয়ের প্রতিষ্ঠানে থাকতে চান না।

হাটুরিয়া নাকালিয়া ইউনিয়নের চরপেঁচাকোলা গ্রামের আকবর আলী জানান, এখানকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঘরটি দীর্ঘদিন ধরে নষ্ট হয়ে থাকায় খোলা আকাশের নিচে শিক্ষার্থীদের পাঠদান দেয়া হচ্ছে। অথচ স্কুল ঘরটি মেরামতের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন না।

বেড়া উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আবদুল কাইয়ুম জানান, চরপেঁচাকোলাসহ যে সব চরের স্কুলঘর মেরামত না করায় শিক্ষার্থীদের পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে, সে সব স্কুলঘর খুব শীঘ্রই মেরামত এবং নতুন ভবন তৈরির সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

এছাড়া ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের অনিয়মিত উপস্থিতির অভিযোগ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি এর সত্যতা স্বীকার করে বলেন, এ অভিযোগের ভিত্তিতে ইতোমধ্যে বেশ কয়েকজন শিক্ষকের বেতনের টাকা কর্তন এবং বেতন বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। শত অব্যবস্থা ও প্রতিকূলতার পরও চরাঞ্চলের শিক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নয়নমুখী করতে হবে অন্যথায় জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে না বলে মনে করে এলাকার সচেতন মহল।